শ্রীভক্তিসন্দর্ভের অনুচ্ছেদ-সূচী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপক্রমণিকা—সন্দর্ভ রচনার উপকরণ

১ম অনুচ্ছেদ

ইতঃপূর্বে রচিত তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ নামক সন্দর্ভ চতুষ্টয়ে বিচারিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ। জীবের সংসার দুঃখের কারণ, তন্নিবারণার্থ শাস্ত্র-শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা। জন্মান্তরের সৎসংস্কার-বিশিষ্ট অথবা মহতের কৃপা প্রাপ্ত জীবেরই শ্রবণ ফলে উপাসনা-প্রবৃত্তি পরন্তু অন্যের পাপ ও অপরাধ-দোষ হেতু তৎপ্রবৃত্তির বাধা। অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব উপদেশের আবশ্যকতা। পরতত্ত্বের উপাসনা-লক্ষণাত্মক সাম্মুখ্যই 'অভিধেয়' ও তাঁহার অনুভবই প্রয়োজন-তত্ত্ব। পরতত্ত্বের প্রতি বৈমুখ্যই জীবের দুঃখের কারণ সুতরাং বৈমুখ্যবৈপরীত্য পরতত্ত্ব-সাম্মুখ্যই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। যাঁহার মায়ায় অভিভূতি হেতু ভয় সেই মায়াধীশকে ভজনই বুদ্ধিমত্তা। মায়াকর্ত্তৃক ঈশবিমুখ জীবের প্রতি স্বরূপের অস্মৃতি ও দেহাস্মিতা বিধান। শ্রীগুরুদেবতাত্ম হইয়া অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা ঈশতত্ত্বের ভজনই অভিধেয়।

২য় অনুচ্ছেদ	স্বতঃসিদ্ধ, প্রিয় ও সত্য বলিয়া ভগবানই ভজনীয় ও তাঁহার ভজনেই সংসার উপরতি।
৩য় অনুচ্ছেদ	জ্ঞান ও যোগ যথাক্রমে ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারে হেতু বলিয়া সাম্মুখ্য বলিয়া গণিত হইলেও শ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণ ভক্তি দ্বারাই ভজনীয়—কর্ম জ্ঞানাদি আদরণীয় নহে। ভক্তিই পরধর্ম— সর্বশাস্ত্রসার ঐকান্তিক শ্রেয়। অহৈতুকত্ব ও অপ্রতিহতত্ত্বই ভক্তির স্বরূপ গুণ।
৪য় অনুচ্ছেদ	জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অনুগামী।
৫ম অনুচ্ছেদ	ভগবানে রতি ব্যতীত ধর্মের সফলতার অভাব। ভক্তি নিরপেক্ষা—জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অপেক্ষাযুক্ত।
৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ	কামাদি প্রয়োজনীয় নহে—ভক্তিই অপবর্গ। তত্ত্বজ্ঞানফল ভক্তির অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এক অখণ্ড অদ্বয়-তত্ত্ব। ব্রহ্ম কেবল জ্ঞান স্বরূপ, পরমাত্মা অন্তর্যামিত্বময় মায়াশক্তি প্রচুর চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্ট ও ভগবান্ পরিপূর্ণ সর্বশক্তি বিশিষ্ট।
৭ম অনুচ্ছেদ	ত্রিবিধাবির্ভাবযুক্ত তত্ত্ব ভক্তিদ্বারাই সাক্ষাৎকৃত হয়। ভক্তি দুর্লভা—উহা শ্রৌত পথাবলম্বী, মননশীল শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি দ্বারা লভ্য।

৮ম অনুচ্ছেদ হরিতোষণ তাৎপর্য্যপর বর্ণাশ্রমধর্মপালন দ্বারাও এই দুর্লভা ভক্তি লাভ হইতে পারে।

৯ম অনুচ্ছেদ যেহেতু ধর্মানুষ্ঠানের পরমফল ভক্তি এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অনুগত, সুতরাং শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণ ভক্তিই কর্ত্তব্য।

১০ম অনুচ্ছেদ শ্রীহরিকথায় রুচিই ভক্তির প্রথম ভূমিকা। প্রথম ভূমিকা হইতে অন্তিম ভূমিকা পর্যন্ত ইহার স্বাভাবিক প্রগতি ধর্মাদি কর্ম-নিরপেক্ষা।

১১শ অনুচ্ছেদ কথারুচি হইতে নৈষ্ঠিকী ভক্তি পর্যন্ত লাভের ক্রমপন্থা পুণ্যতীর্থ যাত্রাফলে যদৃচ্ছাক্রমে মহতের দর্শন, সঙ্গাদি সেবাফলে শ্রদ্ধার উদয়।

১২শ অনুচ্ছেদ মহতের নিকট হইতে কৃষ্ণকথা শ্রবণ ফলে বাসনাক্ষয়।

১৩শ অনুচ্ছেদ ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ ভাগবত সেবাফলে নৈষ্ঠিকী ভক্তি লাভ।

১৪শ অনুচ্ছেদ সর্ব্বাসনা নাশ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বমগ্ন হইয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকার যোগ্য হয়।

১৫শ অনুচ্ছেদ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি বাসনামুক্ত হইয়া ভক্তির অনুশীলন দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে ভগবৎ সাক্ষাৎকার-রূপ বিজ্ঞান লাভ করেন।

১৬শ অনুচ্ছেদ পরমানন্দরূপ ভগবৎসাক্ষাৎকারের আনুষঙ্গিক ফলরূপে অবিদ্যা অহঙ্কার নাশ, সংশয় ছেদন ও কর্মক্ষয় হইয়া থাকে।

১৭শ অনুচ্ছেদ ভক্তি কেবল মনঃশোধনী নহে—উহা সাধন ও সিদ্ধ উভয় দশায় সুখরূপা।

১৮শ অনুচ্ছেদ কর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য-যত্ন পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিই অনুশীলনীয়া। কর্মবিশেষ রূপ দেবতান্তর ভজনও কর্ত্তব্য নহে। অন্য দেবতার কি কথা শ্রেয়ঃ প্রার্থীর স্বতন্ত্রভাবে গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিবের উপাসনাও করণীয় নহে। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ—১।২।২৩-২৫।

১৯শ অনুচ্ছেদ সকাম ব্যক্তি অন্য দেবতা ভজন করিয়া থাকে কিন্তু ভক্তিকামী তো দূরের কথা মুক্তি-কামীও দেবতান্তর ভজন করেন না।

২০শ অনুচ্ছেদ শ্রীলক্ষ্মীপতির ভজনে কামলাভ হইলেও রজস্তমঃ প্রবৃত্তি ব্যক্তি সমশীল দেবতারই ভজন করিয়া থাকে।

২১শ অনুচ্ছেদ সুতরাং বাসুদেবই ভজনীয়—সর্বশাস্ত্রের তাহাই তাৎপর্য। বেদ, যজ্ঞ, যোগ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্যা ও ধর্ম—সকলেরই উদ্দেশ্য বাসুদেব ভজন।

২২শ অনুচ্ছেদ ভগবদ্ভজনের অভিধেয়ত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্বশাস্ত্র সমন্বয় স্থাপন। ভগবানই মহত্তত্ত্বাদি হইতে বিরিঞ্চি পর্যন্ত সকলের স্রষ্টা।

২৩শ অনুচ্ছেদ নির্মলজ্ঞান ও অচ্যুতভাব বর্জিত হইলে শোভনীয় নহে—কাম্য-কর্ম ও অকাম্য কর্মের তো কথাই নাই।

২৪শ অনুচ্ছেদ ভক্তি সংসর্গ-শূন্য-জ্ঞান ও ভক্ত্যুৎপাদন রহিত কর্ম ব্যর্থ। স্বধর্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তি অনুশীলনকারী ভজনপক্বতা লাভের পূর্বে মৃত বা পতিত হইলেও তাহার অনর্থাশঙ্কা নাই। স্বধর্মানুষ্ঠানকারীর ভক্তি অনুশীলন না হইলে কি লাভ?

২৫শ অনুচ্ছেদ ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব উক্তি। শ্রীশুক পরীক্ষিৎ সংবাদোপক্রমেও তদুক্তি।

২৬শ অনুচ্ছেদ নিশ্চয়োক্তি—ভগবান্ হরিরই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ কর্ত্তব্য।

২৭শ অনুচ্ছেদ বিরাট্‌মূর্ত্তির ধারণাও গর্হণ পূর্বক পূর্বোক্ত ভক্তিরই বর্ণন।

২৮শ অনুচ্ছেদ কর্মকাণ্ডেরও ভক্তিযোগেই পর্যবসান প্রাপ্তির উল্লেখ।

২৯শ অনুচ্ছেদ সদ্যমুক্তি ও ক্রমমুক্তির উপায় জ্ঞান ও যোগাপেক্ষা ভক্তিযোগকারণ ভগবদ্ অর্পিত কর্মের শ্রেষ্ঠতা, তদপেক্ষাও সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা।

৩০শ অনুচ্ছেদ	ভক্তিযোগ সর্ববেদসিদ্ধ। ভগবান্ ব্রহ্মার তিনবার বেদ বিচার পূর্বক ভক্তিরই নিশ্চয়কার।
৩১শ অনুচ্ছেদ	শ্রীহরিই শ্রবণীয় কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয় বস্তু। শ্রীহরিভক্তি স্বতঃপাবন, সুতরাং পবিত্রতানিমিত্ত পৃথক্ প্রয়াসের আবশ্যক নাই।
৩২শ অনুচ্ছেদ	কর্মজ্ঞান যোগ ও সর্বদেবতোপাসনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব। ভক্তিকামী ও মুক্তিকামীর কি কথা—কামকামীরও ভক্তিই অভিধেয় নির্ণীত।
৩৩শ অনুচ্ছেদ	ইন্দ্রাদি দেবোপাসকগণেরও ভক্তসঙ্গফলে ভগবানে নিশ্চলা ভক্তির উদয়।
৩৪শ অনুচ্ছেদ	ব্যতিরেক বিচারক্রমেও ভক্তির অভিধেয়ত্ব দৃঢ়ীকৃত। শ্রীহরিকীর্ত্তনকারী ব্যতীত অন্য সকলের পরমায়ু সূর্য অপহরণ করেন।
৩৫শ অনুচ্ছেদ	আহার বিহারাদি জীবন ধারণের ফল নহে।
৩৬শ অনুচ্ছেদ	শ্রীহরিকথা বিহীন ব্যক্তি পশুতুল্য।
৩৭শ অনুচ্ছেদ	তাহার সর্বাঙ্গ নিষ্ফল কর্ণ ও জিহ্বা বৃথা।
৩৮শ অনুচ্ছেদ	তাহার মস্তক ভার স্বরূপ ও হস্ত মৃতব্যক্তির ন্যায়।
৩৯শ অনুচ্ছেদ	তাহার নয়ন ময়ূর পুচ্ছের চক্ষু সদৃশ।
৪০শ অনুচ্ছেদ	সে জীবিত থাকিয়াও মৃত। শ্রীবিষ্ণুপাদলগ্না তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণহীন ব্যক্তি শব বিশেষ।

৪১শ অনুচ্ছেদ — শ্রীহরিনাম গ্রহণকারীর অশ্রুপুলকাদি বিকার না হইলে হৃদয় পাষাণ তুল্য। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম তিন অধ্যায়ে ভক্তিই অভিধেয় রূপে লব্ধ।

৪২শ অনুচ্ছেদ — ব্রহ্ম নারদ সংবাদেও ভক্তির উল্লেখ। বেদ, দেবতা, লোক, যজ্ঞ, যোগ, তপস্যা ও গতি সকলই নারায়ণ পর।

৪৩শ অনুচ্ছেদ — শ্রীবিদুরমৈত্রেয় সংবাদে—ভক্তিমার্গের সুখময়তা।

৪৪শ অনুচ্ছেদ — ভগবৎকথা শ্রবণাদি সেবা সুখকর কিন্তু জ্ঞান-যোগাদি সাধনে শ্রম ও ক্লেশ।

৪৫শ অনুচ্ছেদ — কথোপলক্ষিতা ভক্তি পরম শ্রেয়।

৪৬শ অনুচ্ছেদ — শ্রীকপিল দেবহুতি সংবাদেও ভক্তিযোগ সদৃশ অন্য সুখকর পথের অভাব কথিত।

৪৭শ অনুচ্ছেদ — ভক্তিযোগ দ্বারাই নিঃশ্রেয়স ও চিত্তস্থৈর্য লাভ।

৪৮শ অনুচ্ছেদ — শ্রীসনৎকুমারোপদেশে—শ্রীভগবৎপাদপদ্মে ভক্তিদ্বারা কর্মগ্রন্থি যেরূপ সহজে ও সম্যক্‌রূপে ছেদন হয়, ইন্দ্রিয় সংযমাদি যোগাভ্যাসে তদ্রূপ হয় না, পরন্তু ইহা মহা ক্লেশকর।

৪৯শ অনুচ্ছেদ — জ্ঞানযোগ ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইলেই তাহার সার্থকতা—শ্রীসনৎকুমারের জ্ঞানোপদেশের ইহাই তাৎপর্য।

৫০শ অনুচ্ছেদ শ্রীরুদ্রগীতেও প্রচেতোগণের প্রতি শ্রীরুদ্রের শ্রীহরির পূজন স্মরণ ও কীর্ত্তনাদিই উপদিষ্ট হইয়াছে।

৫১শ অনুচ্ছেদ শ্রীনারদ বাক্যেও অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ইহা স্পষ্টীকৃত। শ্রীহরিসেবাতেই জন্মকর্মাদির সার্থকতা—নতুবা বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, যোগাদি সবই ব্যর্থ। শ্রীহরিই সকল আত্মার আত্মা অর্থাৎ প্রিয়।

৫২শ অনুচ্ছেদ তরুর মূল সেচনে যেরূপ তাহার স্কন্ধভুজাদি সঞ্জীবিত হয়, তদ্রূপ শ্রীহরির তুষ্টিতেই সকলের তুষ্টি হইয়া থাকে।

৫৩শ অনুচ্ছেদ শ্রীঋষভদেব কর্ত্তৃক স্বপুত্র শিক্ষায় ও শ্রীভরতঋষিগণ সংবাদে-শ্রীহরিসেবাতে সংসার নিবৃত্তির কথা।

৫৪শ অনুচ্ছেদ চিত্রকেতুর প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণোপদেশেও ভক্তির কথা। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের অসুর বালকানুশাসনেও শৈশব হইতেই এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মে বিষ্ণুসেবার কর্তব্যতা কথিত।

৫৫শ অনুচ্ছেদ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপসংহার বাক্যেও ইহাই কথিত।

৫৬শ অনুচ্ছেদ অবিদ্যা নাশের সহস্র উপায় থাকিলেও ভগবানে রতিই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া শ্রীনারদ শ্রীপ্রহ্লাদকে বলিয়াছেন।

৫৭শ অনুচ্ছেদ স্বতন্ত্ররূপে অন্য সাধন না করিয়া শ্রীগুরু-শুশ্রূষাদি

দ্বারা কর্মবীজ ক্ষয় পূর্বক ভগবানে রতির উপদেশ।

৫৮শ অনুচ্ছেদ বর্ণাশ্রমাচার ও নরমাত্রের ধর্মোপদেশে শ্রীহরিই সকল ধর্মের ও স্মৃতিবিধানের মূল। শ্রবণকীর্তনাত্মক সাক্ষাৎ-ভক্তি বর্ণাশ্রমাচাররূপ নৈমিত্তিক ধর্ম হইতে অতিরিক্ত ও প্রশস্ত। ভক্তিতেই আত্মার সুপ্রসন্নতা হয়—উহাই বর্ণাশ্রমধর্মের তাৎপর্য।

৫৯শ অনুচ্ছেদ শ্রীনবযোগেন্দ্র সংবাদেও শ্রীঅচ্যুত পাদপদ্মের সেবাই আত্যন্তিক মঙ্গল ও উহাই অকুতোভয় বলিয়া উল্লিখিত।

৬০শ অনুচ্ছেদ কর্মার্পণ ভাগবত-ধর্ম হইলেও তাহা অব্যভিচারিণী ভক্তি নহে। মনোনিরোধ পূর্বক অব্যভিচারিণী ভক্তি বলে অভয়ত্ব প্রাপ্তি।

৬১শ অনুচ্ছেদ মনোনিরোধের নিমিত্ত অন্য প্রচেষ্টার অনাবশ্যকতা। ভগবানের জন্ম ও লীলাবাচক নাম সমূহের শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে মন নিরুদ্ধ হইয়া ভক্তির অব্যভিচারিতা সিদ্ধ হয়।

৬২শ অনুচ্ছেদ কর্মাদি পরিত্যাগ পূর্বক সাক্ষাদ্ভক্তিই বিহিত। বালককে লাড্ডু দেখাইয়া ঔষধ খাওয়াইবার ন্যায় নৈষ্কর্ম্যের উদ্দেশ্যেই বেদে কর্মের বিধান। শ্রীহরিকথা শ্রবণে শ্রদ্ধাধিকার রহিত ব্যক্তি বেদ বিহিত কর্ম না করিলে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে। অনাসক্ত হইয়া বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠান

পূর্ব্বক তাহার ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিলে ক্রমশঃ কর্ম বন্ধন নিবৃত্তি হয়। যিনি শীঘ্রই দেহাভিমান সমূলে উৎপাটিত করিতে ইচ্ছুক তিনি পাঞ্চরাত্রিক ও বৈদিক বিধানানুসারে কেশবের অর্চন করিবেন।

৬৩শ অনুচ্ছেদ উক্ত অধ্যায়ের উপসংহারেও পাঞ্চরাত্রিক ও বৈদিক মার্গে ঈশ্বরের পূজার বিধান।

৬৪শ অনুচ্ছেদ ব্যতিরেকভাবেও উহা কথিত। শ্রীহরিভজন বিহীন চারি বর্ণাশ্রমীর পতন ও অধোগতি লাভ।

৬৫শ অনুচ্ছেদ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারিযুগে শ্রীহরিভজনই অভিধেয়।

৬৬শ অনুচ্ছেদ শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদেও শ্রীহরিভক্তিই কথিত।

৬৭শ অনুচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের অসাধ্যতা, ভক্তিযোগ সুখ সাধ্য ও জ্ঞানজনক।

৬৮শ অনুচ্ছেদ ভগবল্লীলা-প্রসঙ্গহীন বৈদিক বাক্যও আদরণীয় নহে।

৬৯শ অনুচ্ছেদ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদি লীলা বা শ্রীভগবদাদির্ভাবাদি লীলাকথা হীন বাক্য অনাদরণীয়। শ্রীহরিকথামৃতে অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকবিকার উদয় হয়, উপনিষদ্ ব্রহ্মজ্ঞানে তদ্রূপ হয় না বলিয়া তাহা অপ্রয়োজনীয়।

৭০শ অনুচ্ছেদ ভক্তিদ্বারাই জ্ঞান সিদ্ধ হয়।

৭১শ অনুচ্ছেদ ভক্তি ব্যতীত কেবল-জ্ঞানে ব্রহ্মধারণার অসামর্থ্য। সর্বজ্ঞানগুণাদি সেবিত ভক্তিমার্গই আশ্রয়ণীয়।

৭২শ অনুচ্ছেদ ভগবদর্পিত কর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমপন্থায় শুদ্ধা নিশ্চলা ভক্তির উদয় হয়।

৭৩শ অনুচ্ছেদ ভক্তসঙ্গ লব্ধা ভক্তির অনুশীলন ক্রমে ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তি ও নিষ্ঠা লাভ হয়।

৭৪শ অনুচ্ছেদ সকল পন্থার সমতা কি একমুখ্যতা? এই প্রশ্নের উত্তরে—শ্রীভক্তিযোগ প্রাক্‌সিদ্ধ, সাক্ষাদ্‌ভগবৎ প্রবর্ত্তিত ও মুখ্য, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পন্থার তুচ্ছতা কথিত।

৭৫শ অনুচ্ছেদ মহাফলপ্রদ বলিয়া ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। উহা নির্গুণ বলিয়া শ্রীভগবানের স্বরূপভূত। অন্যান্য মার্গ স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে জীবগণ কর্ত্তৃক প্রধান বলিয়া কল্পিত।

৭৬শ অনুচ্ছেদ দৈব মায়ায় মোহিত জীব নিজ নিজ কর্ম ও রুচি অনুসারে অনেকবিধ শ্রেয়ের কথা বলিয়া থাকে।

৭৭শ অনুচ্ছেদ ভক্তি যেরূপ ভগবানকে বশীভূত করিয়া থাকে, যোগ, ধর্ম, জ্ঞান ও সন্ন্যাস প্রভৃতি দ্বারা সেরূপ হয় না।

৭৮শ অনুচ্ছেদ ভগবদ্ভক্তি-রহিত চিত্তকে নিষ্কাম ধর্ম, শাস্ত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি সম্যক্ পবিত্র করিতে অক্ষম।

৭৯শ অনুচ্ছেদ — ভগবৎ পুণ্যকথার শ্রবণকীর্ত্তনপ্রভাবে শুদ্ধ চিত্তে ভগবদ্দর্শন লাভ।

৮০শ অনুচ্ছেদ — কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের তত্তদধিকার নির্ণয় পূর্বক কর্ম ও জ্ঞানের অনাদরণীয়তা বর্ণনান্তে ভক্তিযোগের একমাত্র অভিধেয়ত্ব কথিত। বৈরাগ্যাভ্যাসের অনাদরণীয়তা।

৮১শ অনুচ্ছেদ — জ্ঞানাভ্যাসের অনাদর।

৮২শ অনুচ্ছেদ — ভগবদ্ভজনকারীর জ্ঞান ও বৈরাগ্যাভ্যাসের অপ্রয়োজনীয়তা। সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেমফল লাভ বিষয়ে জ্ঞানাদির কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই।

৮৩শ অনুচ্ছেদ — কর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগাদি দ্বারা প্রাপ্যফল ভক্ত ইচ্ছা করিলে ভক্তিযোগ প্রভাবেই প্রাপ্ত হইতে পারেন।

৮৪শ অনুচ্ছেদ — ভগবদ্ভজনই জীবের বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্য্য। মানব নশ্বর ও মর্ত্য দেহ দ্বারাই একজন্মেই অবিনশ্বর ও অমৃত ভগবদ্বস্তু লাভ করিতে পারে।

৮৫শ অনুচ্ছেদ — ভগবল্লীলাকথা শ্রবণ ব্যতীত ভবসিন্ধু পার হইবার অন্য উপায় নাই। শ্রবণাখ্য ভক্তির প্রাধান্য ও অন্য ভক্ত্যাঙ্গের লীলা কথা শ্রবণাঙ্গে পর্যবসান। শ্রীহরিকথা শ্রবণে পরীক্ষিৎ মহারাজের নিষ্ঠা। মৃত্যুগ্রস্ত জনের শ্রীহরিকথা শ্রবণে পরাগতি লাভ।

৮৬শ অনুচ্ছেদ — অচ্যুতভাব বর্জিত নিরঞ্জন জ্ঞান শোভন নহে।

৮৭শ অনুচ্ছেদ বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নাদি যশ ও সম্পদ প্রভৃতি নশ্বর ফলপ্রসু কিন্তু শ্রীহরিলীলাশ্রবণে শ্রীধরপাদপদ্মের নিত্য স্মৃতির উদয় হয়।

৮৮শ অনুচ্ছেদ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি অমঙ্গল নাশ পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধ করিয়া শুদ্ধজ্ঞান ও শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যানুভব প্রদান করে।

৮৯শ অনুচ্ছেদ তপস্যাদি সম্পত্তির শ্রীনারায়ণ ভজনেই সার্থকতা।

৯০শ অনুচ্ছেদ শ্রীসুত গোস্বামীও শ্রীভগবৎ কথা সংস্মরণ সুযোগলাভে পরমোৎকণ্ঠান্বিত।

৯১শ অনুচ্ছেদ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূত শৌনক সংবাদে ভক্তির অভিধেয়ত্ব সাধিত। শ্রীভগবন্নাম গ্রহণাদিরূপ ভক্তিযোগই পরমধর্ম।

৯২শ অনুচ্ছেদ ভগবদ্ভক্তিমার্গই সমীচীন পথ।

৯৩শ অনুচ্ছেদ বেদাদি সর্বশাস্ত্রে বিষ্ণুভক্তিই শ্লাঘার সহিত কথিত।

৯৪শ অনুচ্ছেদ শাস্ত্রকথিত বর্ণাশ্রমাচারের অনুপম ফল কৃষ্ণভক্তি।

৯৫শ অনুচ্ছেদ জ্ঞান ভক্তির অন্তর্ভুক্তরূপেই লভ্য। বহুযোগী ভগবানে কর্মার্পণপূর্ব্বক কথোপনীত ভক্তিদ্বারা ভগবৎপাদপদ্মরূপ পরমগতি লাভ করিয়াছেন।

৯৬শ অনুচ্ছেদ অন্য পুরুষার্থ সাধনগুলিও ভক্তিমূলক। ভগবৎপাদপদ্মসেবাই সর্বসিদ্ধির মূল। ভক্তিহীন বৈদিক ও স্মার্ত ক্রিয়াকাণ্ড কায়ক্লেশ মাত্র।

৯৭শ অনুচ্ছেদ ভক্তিই সকল সাধনের জীবন—ভক্তিই সর্বত্র অভিধেয়রূপে প্রসিদ্ধ। ভগবান্ প্রার্থিত হইয়া প্রার্থনাকারীর অভিলষিত ফল প্রদান করেন সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র প্রার্থিতফল দান করিয়াই নিবৃত্ত হন না, পরন্তু পরম কারুণিক ভগবান্ তাঁহার ভজনরত অজ্ঞান ব্যক্তিকে সর্বকাম সমাপক নিজপাদপল্লব-ই দান করিয়া থাকেন।

৯৮শ অনুচ্ছেদ কর্মের অনাদর, কর্মের ফল প্রদান বিষয়ে অনিশ্চয়তা ও ক্লেশকরতা, কিন্তু ভক্তির ফল সুনিশ্চিত এবং সাধন ও সিদ্ধ উভয় দশাতেই ভক্তি সুখরূপ।

৯৯শ অনুচ্ছেদ বহু বিত্ত ও আয়াস সাধ্য কর্ম-দ্বারা তুচ্ছ স্বর্গাদি ফল লাভ, কিন্তু সামান্য অর্থ ও স্বল্প পরিশ্রম-সাধ্য ভক্তিদ্বারা পরম মহৎফল লাভ হয়। ভগবৎ পাদপদ্ম বিমুখ দ্বাদশগুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভগবানের কায়মনোবাক্যার্পণকারী চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ।

১০০শ অনুচ্ছেদ শ্রীহরিভক্তিবিহীন জনের শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ এই ত্রিবিধ জন্ম, ব্রত, বহুজ্ঞতা, ক্রিয়া ও নৈপুণ্যাদি সকলই বিফল।

১০১শ অনুচ্ছেদ শ্রীভগবানে-সমর্পিত কর্মের ও যোগের অনাদর পূর্ব্বক কেবল ভক্তিই বিহিত।

১০২শ অনুচ্ছেদ কাম লোভাদি হত মন মুকুন্দ সেবায় যেরূপ শান্ত হয় যোগাদি দ্বারা সেরূপ হয় না।

১০৩শ অনুচ্ছেদ জ্ঞানের অনাদরের দৃষ্টান্ত। জ্ঞানের কৃচ্ছ্র সাধ্যতা—ভক্তিমার্গে শ্রম নাই আরও ভগবদ্ বশীকারিতারূপ অপূর্বফল আছে।

১০৪শ অনুচ্ছেদ ভক্তিমার্গেই নিঃশ্রেয়স লাভ—ভক্তিহীন কেবল-জ্ঞানমার্গে শুধু ক্লেশ প্রাপ্তি। ভক্তিযোগ ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না।

১০৫শ অনুচ্ছেদ ভগবদ্ভিন্ন অপর আশ্রয়ের স্বতন্ত্রতার অনাদর। শ্রীবাসুদেবের আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেবাশ্রয়ে ভবসিন্ধু উত্তরণ অসম্ভব। বিষ্ণুই সর্বেশ্বর, ব্রহ্মাশিবাদি অন্য দেবতা বৈষ্ণব, অতএব উভয়ে সমদৃষ্টিতে প্রত্যবায়। বৈষ্ণব বা বিষ্ণুর অধিষ্ঠান জ্ঞানেই শিবপূজা বিহিত—স্বতন্ত্র শিব পূজা পাষণ্ডিতা। শ্রীকৃষ্ণ সর্বেশ্বরেশ্বর। তাঁহার ভক্ত ও ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণপূজাতেই অন্যদেব পূজা। শ্রীব্রহ্মাশিবাদি অন্যদেবের অবজ্ঞায় দোষ। মহাভাগবত শ্রীশিবের নিন্দায় মহাদোষ। সাধারণ ভূতাবজ্ঞাও দুষণীয়। শ্রীভগবদ্ অর্চকের ভূতনিন্দা ও ভূতদ্বেষ পরিত্যাজ্য। ভক্তের পূজা ব্যতীত কেবল শ্রীহরির অর্চা-বিগ্রহে পূজা বিধানে ভক্তি প্রকৃতি প্রারব্ধ মাত্র। ভূতানুকম্পা ব্যতীত স্বধর্ম-পূর্ব্বক অর্চনে সিদ্ধিলাভ হয় না। উচ্চ নীচ সর্বজীবেই যথাশক্তি আদর বিহিত কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আদর বাহুল্যাদি কর্ত্তব্য। লৌকিক শ্রদ্ধাযুক্ত প্রথমোপাসকের সর্বভূতাদর বিহিত—শাস্ত্রীয়

শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকের ভগবদ্বৈভব—উহা স্বতঃই হইয়া থাকে। শ্রীভগবদর্চন পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ভূতানুকম্পা অন্তরায় স্বরূপ। শ্রীভগবৎ সম্বন্ধেই ভূতাদর কর্তব্য—স্বতন্ত্রভাবে অন্যদেবতা বা ভূতের উপাসনা ধিক্কৃত।

১০৬শ অনুচ্ছেদ কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি আত্মদ ভগবান্ ব্যতীত অন্যের শরণাপন্ন হন না।

১০৭শ অনুচ্ছেদ শ্রীভগবানের অভক্তমাত্রেরই অনাদর। ব্রহ্মাদিরও প্রার্থিত মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও শ্রীহরিভজন না করিলে মায়ামুগ্ধত্বই বুঝিতে হইবে।

১০৮শ অনুচ্ছেদ শ্রীহরিভক্তই সর্বগুণে গুণী—অভক্তে গুণাভাব।

১০৯শ অনুচ্ছেদ ভক্তি ব্যতীত অপরমার্গে সিদ্ধিপ্রাপ্ত মুনিগণেরও অনাদর। তাহাদেরও সংসার লাভ। দ্বাদশ মহাজন ও তদনুগৃহীত বৈষ্ণবগণই ভাগবতধর্মে অভিজ্ঞ।

১১০শ অনুচ্ছেদ ভগবদ্ভক্তিরই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব নিরূপিত। অভক্তের নিন্দা—ভগবদ্ভক্তির নিত্যত্ব সিদ্ধ ভক্তি না করিলে দোষ। সর্বগুণ সম্পন্ন হইয়াও ভক্তিহীন হইলে অধম। ভক্তিহীন জীবন্মুক্তাভিমানী ও অবিশুদ্ধ বুদ্ধি—তাহারও অধঃপতন। সকলের পক্ষেই হরিভক্তির নিত্যকৃত্যতা।

১১১শ অনুচ্ছেদ কর্মবাসনা নাশের পর শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্তির পরও ভক্তির অনুষ্ঠান।

১১২শ অনুচ্ছেদ — পরম নিত্যত্বরূপে ভক্তির অভিধেয়ত্ব প্রাপ্ত। ভগবদ্ভক্তিই জীবের স্বভাব সিদ্ধা। শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক শিরে ধারণ প্রভাবেই শিবের শিবত্ব।

১১৩শ অনুচ্ছেদ — উপক্রমোপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তিরূপ ষড়্‌বিধ লিঙ্গদ্বারাও ভক্তির অভিধেয়ত্ব প্রাপ্ত।

১১৪শ অনুচ্ছেদ — ভক্তিই প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরম-ধর্ম। সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটি লক্ষণের মধ্যে মন্বন্তর নামক সদ্ধর্মের লক্ষণরূপেও ভক্তিই বর্ণিত। শ্রীভাগবতের বীজস্বরূপ চতুঃশ্লোকীতেও ভক্তিই উদাহৃত। জ্ঞান-বিজ্ঞান-রহস্য-তদঙ্গ—এই চারিটী প্রতিজ্ঞার মধ্যে 'রহস্য' বলিতে প্রেমভক্তি, 'তদঙ্গ' বলিতে সাধন-ভক্তি কথিত। অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে সর্বত্র ও সর্বদা ভক্তিই উপপন্ন। শাস্ত্র-কর্ত্তৃ-দেশ-করণ-দ্রব্য-ক্রিয়া-কার্য-ফল—সর্বত্রই ভক্তির উপপত্তিসর্গের আদিতে, মধ্যে, চতুর্বিধ প্রলয়ে, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি সর্বযুগে, গর্ভ-বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য-মরণ-স্বর্গ-নরক—সর্ব্বাবস্থায়—সর্ব্বদাই ভক্তি বিহিত।

১১৫-১১৬শ অনুচ্ছেদ — শ্রীনারদ ঋষিও শ্রীবেদব্যাসকে শ্রীমদ্ভাগবতরূপ মহাপুরাণ আবির্ভাবার্থে ভগবল্লীলাস্মরণ-কীর্ত্তনরূপ ভক্তিই উপদেশ করিয়াছেন।

১১৭শ অনুচ্ছেদ	শ্রীব্যাসদেবও মহাপুরাণ প্রচারারম্ভে পরমশ্রেয়ঃ রূপে ভক্তিকেই সমাধিতে অনুভব করিয়াছিলেন।
১১৮শ অনুচ্ছেদ	শ্রীব্যাসদেব স্বগত ও ভাগবতধর্মকেই অচ্যুতপ্রিয় বলিয়া বিচার করিয়াছিলেন।
১১৯শ অনুচ্ছেদ	ভাগবতধর্ম-কীর্ত্তনহেতুই কীর্ত্তনকারীর জয় ও সর্বোৎকর্ষ।
১২০শ অনুচ্ছেদ	ভক্তির অভিধেয়ত্ব। কর্মমিশ্রাদি ভক্তির উপদেশ ও শুদ্ধভক্তিতে প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যে বুঝিতে হইবে। ভক্তিই পরমধর্ম। ভক্তি সর্বকামপ্রদা। ভক্তি অশুভঘ্না। ভক্তি সর্ববিঘ্ননাশিনী। ভক্ত বিষ্ণুরক্ষিত ও বিঘ্নশূন্য।
১২১শ অনুচ্ছেদ	ভগবানে বিহিত অর্চ্চনাদিভক্তি কখনও নিষ্ফল হয় না। ভক্তি সাধক বিষয়দ্বারা আকৃষ্টমান্ হইলেও তদ্বারা অভিভুন হন না।
১২২শ অনুচ্ছেদ	ভক্তি দুষ্টজীবাদিভয় নিবারক।
১২৩শ অনুচ্ছেদ	ভক্তি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ক্লেশনাশিনী।
১২৪শ অনুচ্ছেদ	ভক্তি পাপঘ্নী—অপ্রারব্ধ পাপনাশিনী। ভক্তি সাধনান্তর নিরপেক্ষা, সর্বসাধ্যসাধিকা ও শীঘ্রফলদাত্রী।
১২৫শ অনুচ্ছেদ	কেবলাভক্তি প্রভাবে যাবতীয় অঘনাশ।

১২৬শ অনুচ্ছেদ	প্রায়শ্চিত্ত ভগবন্নিষেবন দ্বারা যেরূপ বিহিত হয় তপস্যাদি দ্বারা সেরূপ হয় না। ভগবদ্ভক্তি প্রভাবেই ইন্দ্রের বৃত্তনাশরূপ ব্রহ্মহত্যা পাপমুক্তি।
১২৭-১২৮ অনুচ্ছেদ	ভক্তি প্রারব্ধপাপনাশিনী। ভক্তি প্রারব্ধপাপজনিত নীচকুলে জন্মাদিদোষ ও পীড়াদিদোষ নাশিনী।
১২৯শ অনুচ্ছেদ	ভক্তি পাপবাসনা হরিণী।
১৩০শ অনুচ্ছেদ	ভক্তি অবিদ্যানাশিনী।
১৩১শ অনুচ্ছেদ	ভক্তি সকলের প্রীতিবিধায়িণী।
১৩২শ অনুচ্ছেদ	ভক্তি জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সকল সদ্‌গুণ হেতু, স্বর্গভোগানন্দ, মোক্ষানন্দ ও শ্রীভগদ্ধামসেবানন্দ প্রভৃতি সর্ববিধ আনন্দের কারণ এবং স্বভাবতই পরম সুখদ বলিয়া কর্মজ্ঞানাদি যাবতীয় সাধন সাধ্য-ধিক্কারিণী।
১৩৩শ অনুচ্ছেদ	সাক্ষাদ্ভক্তি নির্গুণ, ভগবদর্পিত কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কর্ম্মেরই সগুণত্ব।
১৩৪শ অনুচ্ছেদ	শ্রীভগবন্নিষ্ঠজ্ঞান নির্গুণ—অন্য জ্ঞান স্বগুণ এতদ্বিষয়ক বিচার, ভগবদ্ভক্ত মহতের সঙ্গ, নির্গুণ, শুদ্ধশ্রবণ কীর্ত্তনাদি সেবোত্থসুখ নির্গুণ, অন্য সুখ সগুণ, ভক্তি পরিকরত্ব বিনা জ্ঞানের সগুণত্ব ও মোক্ষের ভগবৎপ্রসাদাভাসত্ব। ভগবান শ্রীকপিলদেব যে নির্গুণ ও সগুণ ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ভক্তি অনুশীলনকারীর অন্তঃকরণের ভাবানুসারী বলিয়া বুঝিতে হইবে।

১৩৫শ অনুচ্ছেদ শুদ্ধ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ক্রিয়ারূপা ভক্তি তা নির্গুণ বটেই এমনকি ভগবৎ সম্বন্ধে ভগবন্নিকেতনে অবস্থিতিও নির্গুণ—অন্যবিধ বাস সগুণ।

১৩৬শ অনুচ্ছেদ শরণাগত ভক্তের ক্রিয়া নির্গুণ—অন্য ক্রিয়া সগুণ।

১৩৭শ অনুচ্ছেদ ভগবৎসেবা সম্বন্ধিনী শ্রদ্ধা নির্গুণ—অন্যবিধা শ্রদ্ধা সগুণ।

১৩৮শ অনুচ্ছেদ শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম নির্গুণ— বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড সগুণ।

১৩৯শ অনুচ্ছেদ ভক্তি ভগবৎস্বরূপশক্তিবোধক ও স্বয়ং প্রকাশ।

১৪০শ অনুচ্ছেদ ভক্তি সাধনদশায় ও সিদ্ধদশায়—উভয় অবস্থায়ই পরমসুখরূপা।

১৪১শ অনুচ্ছেদ ভক্তি শ্রীভগবদ্বিষয়ে রতি প্রদান করে। ভক্তিতেই — ভগবানের সন্তোষ।

১৪২শ অনুচ্ছেদ পরমানন্দস্বরূপ ভগবানে স্বপর আনন্দদায়িনী স্বীয়স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীকে সেবকবৃন্দের মধ্যে নিক্ষেপ করতঃ সেবকের ভক্তিতে নিজে অতিশয় প্রীতিলাভ করেন।

১৪৩শ অনুচ্ছেদ উপরোক্ত কারণ হেতু শ্রীভগবান আত্মারাম ও স্বলাভে পূর্ণকাম হইয়াও ভক্তের ভক্তিপ্লুত অল্পচেষ্টাতেও আনন্দিত ও উল্লসিত হন।

১৪৪শ অনুচ্ছেদ শ্রীভগবানই জীবে ভক্তিরূপা ভগবচ্ছক্তির

অভিব্যক্তির কারণ। জীবের শ্রীভগবৎ সেবোপযোগী ইন্দ্রিয়াদির শ্রীভগবদভিমুখে পরিচালনের কারণও শ্রীভগবান। ভক্তানুরঞ্জন-স্বভাববিষয়ে ভগবানের স্বকৃপা প্রাবল্যই কারণ।

১৪৫শ অনুচ্ছেদ ভক্তিই ভগবৎ সম্বন্ধে অনুভূতিপ্রদা।

১৪৬শ অনুচ্ছেদ ভক্তি ভগবৎপ্রাপক।

১৪৭শ অনুচ্ছেদ ভক্তি মনেরও অগোচরফলপ্রদা ও ভগবদ্বশীকারিণী। সাধনভক্তির মাহাত্ম্য নিরুপিত। সাধন ভক্তির যাবতীয় মহিমা সাধ্যভক্তিতে অবশ্য অনুস্যূত।

১৪৮শ অনুচ্ছেদ সাক্ষাৎ ভক্তিতে পরধর্ম বটেই, এমনকি ভগবদর্পণ সিদ্ধ লৌকিক কর্ম্মেরও পরধর্মত্ব কথিত। ভক্তির শ্রবণ ফলেও পাপক্ষয় হয়। শ্রীহরিভক্তিপরায়ণ সঙ্গিগণের সঙ্গাশ্রিত পাপীও পাপমুক্ত হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্তি বিহীন ব্যক্তিই পাপী ও যমদণ্ড্য। ভগবদ্ভক্ত ধার্মিক ও যমের প্রণম্য।

১৪৯শ অনুচ্ছেদ সকৃদ্ ভগবদ্ভজনেই আয়ুর সার্থকতা। ভক্তি আভাসেও সর্বপাপনাশ। ভক্তিতে সর্বকর্মান্ধ ক্ষয় ও পরমগতিপ্রাপ্তি।

১৫০শ অনুচ্ছেদ ভগবন্নামাভাসেই যখন চণ্ডালেরও মুক্তি লাভ হয় তখন শ্রীভগবদ্দর্শন লাভ কালে যে অখিল পাপক্ষয় হইবে তাহার বিচিত্রতা কি?

১৫১শ অনুচ্ছেদ কোন গর্ভস্থ জীবের ভগবৎস্তুতি ও তৎকালে নিস্তার লাভ ও কোন গর্ভস্থজীবের সংসার প্রাপ্তি। বৈষ্ণব কুলপাবন।

১৫২শ অনুচ্ছেদ ভক্তির আভাস ফলেও সর্বপাপক্ষয় পূর্বক বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি।

১৫৩শ অনুচ্ছেদ শুদ্ধভক্তির আভাসের কথা দূরে থাকুক ভক্ত্যপরাধেরও মহাপ্রভাব দৃষ্ট হয়। যথা মুষিকা ও অসদাভিপ্রায়ে ভগবন্মন্দিরমার্জ্জনাকারিণী দাসী। ব্রহ্মজ্ঞানেরও এইরূপ প্রভাবাভাব। অল্পভক্তি প্রচেষ্টা ও ভগবদ্বশীকরণের কারণ ; অজামিলের দৃষ্টান্ত। শ্রীনাম মাহাত্ম্যে অর্থবাদ কল্পনা অপরাধ শ্রীনাম মাহাত্ম্য সত্বেও শ্রীনাম ভজনকারীর অশ্রুপুলকাদি ফলোদয় না হইলে বৈষ্ণবানাদরাদি অপরাধ তাহার কারণ জানিতে হইবে। নিরন্তর নাম সেবাদ্বারাই নামাপরাধ নাশ। সিদ্ধগণের শ্রীনামাবৃত্তিতে প্রতিপদে সুখাবিশেষোদয়, কৌটিল্য, অশ্রদ্ধা, বিষয়াভিনিবেশ, ভক্তিশৈথিল্য ও স্বীয় ভক্ত্যিনুশীলনের বহুমানন—এইগুলি ভক্তি প্রগতির অন্তরায়।

১৫৪শ অনুচ্ছেদ ভগবদ্ভক্তগণ সরল অজ্ঞজনকে কৃপা করেন কিন্তু কুটিল বিজ্ঞজনকেও করেন না। জ্ঞান-লবদুর্বিদগ্ধজন অচিকিৎস্য।

১৫৫শ অনুচ্ছেদ ভগবানের মহিমা দর্শন ও শ্রবণ করিয়াও তৎসম্বন্ধে বিপরীত ভাবনা ও অবিশ্বাসই অশ্রদ্ধা।

১৫৬শ অনুচ্ছেদ ইদানীন্তন কোনও মহাভাগবতের মহাপ্রভাব দর্শনে তাহা বিশ্বাস না করা অনুচিত। শ্রী ধ্রুবের ভক্তির মহাপ্রভাব অবিশ্বাস্য নহে।

১৫৭শ অনুচ্ছেদ বিষয়ান্তরে অভিনিবেশ ভক্তিনিষ্ঠাচ্যুতকারী। শ্রীভরত মহারাজের প্রারব্ধবশতঃ মৃগশিশুতে অবিনিবেশ।

১৫৮শ অনুচ্ছেদ ভক্তের প্রারব্ধ প্রাবল্য ভক্তির উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থ।

১৫৯শ অনুচ্ছেদ আধ্যাত্মিকাদি সুখদুঃখ নিষ্ঠা ভক্তিশৈথিল্যোৎপাদক। ভক্তিতৎপরজনের তাহাতে অনাদর। সৎ সাধকের দেহরক্ষার জন্য যত্ন উপাসনা বৃদ্ধি লোভের নিমিত্ত। স্বীয়ভক্ত্যনুষ্ঠানকে বহুমানন করা অপরাধের ফলেই হইয়া থাকে। এইরূপ বহুমানন বৈষ্ণবাবমাননা জন্মায়। মরণ সময়ে ভক্তির আবশ্যকতা। প্রাণত্যাগকালে স্মরণানুযায়ী ফলপ্রাপ্তি। অজামিলের দৃষ্টান্ত।

১৬০শ অনুচ্ছেদ পূর্ব সুকৃতির অভাবে মৃত্যুকালে শ্রীনামগ্রহণ অসম্ভব।

১৬১শ অনুচ্ছেদ মরণ সময়ে ভজন ভজন হইলে মরণান্তে কৃতার্থতালাভের অন্যথা হয় না।

১৬২শ অনুচ্ছেদ মৃত্যুকালে পুত্রোপচারে শ্রীনামগ্রহণকারী অজামিলের শ্রীভগবৎকৃপা লাভ।

১৬৩শ অনুচ্ছেদ ভগবন্নামরূপ লীলাদি শ্রবণের ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে ভিন্ন ভিন্ন ফললাভ।

১৬৪শ অনুচ্ছেদ পরীক্ষিতের ন্যায় জাতপ্রীতি ব্যক্তির শ্রীহরিকথামৃত পানে ক্ষুধাতৃষ্ণাদ্বারা অনভিভাব্যতা।

১৬৫শ অনুচ্ছেদ এইরূপে ভক্ত্যাভাস ও শুদ্ধভক্তির আকৃতিব্যাঘাত। সাক্ষাদ্ভক্তিরূপ শ্রীভগবৎসান্মুখ্যই অভিধেয়রূপে সংস্থাপিত। এই শুদ্ধভক্তি কেবলা বলিয়া অনন্যারূপেও আখ্যাত। ইহা মহাদুর্ব্বোধ ও মহাদুর্ল্লভ। ইহা অকিঞ্চনা ও নিষ্ফলা। ইহাকে ঐকান্তিকীও বলা হয়।

১৬৬শ অনুচ্ছেদ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট ভক্ত ও ভগবান উভয়ের নিষ্কামত্ব কথিত।

১৬৭শ অনুচ্ছেদ নিজলাভ পূর্ণ ভগবান ভক্তের নিকট হইতে পূজা প্রার্থনা করেন না। কিন্তু ভক্ত ভগবানকে পূজা করিয়া নিজকে সম্মানিত—আত্মপ্রসাদ লব্ধ জ্ঞান করেন।

১৬৮শ অনুচ্ছেদ নিষ্কামা ভক্তিতেই ভগবানের প্রীতি—কুল, জ্ঞান ও তপস্যাদিতে নহে। শুদ্ধ ভক্তের ঐহিক বা পারলৌকিক কোনওরূপ সকামতা থাকে না। প্রহ্লাদ মহারাজের বর প্রার্থনার তাৎপর্য্যও নিষ্কামতা। শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের যজ্ঞবিধানও লোকসংগ্রহার্থমাত্র।

১৬৯শ অনুচ্ছেদ ভক্তিই সর্বশাস্ত্রসার। ভক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা। ইহার যে কোনও একাঙ্গসাধন দ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তি—যথা শ্রবণে পরীক্ষিৎ মহারাজ।

কীর্ত্তনে শ্রীশুকদেব গোস্বামী ইত্যাদি।

১৭০শ অনুচ্ছেদ অকিঞ্চনা ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা। তথাপি অধিকারি বিশেষের জন্য কর্মার্পণ, জ্ঞান ও ভক্তি—পরতত্ত্বের সাম্মুখ্য লাভের এই ত্রিবিধ উপায় কথিত হইয়াছে।

১৭১শ অনুচ্ছেদ নির্বেদগ্রস্ত কর্মসন্ন্যাসিগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ, কামিগণের পক্ষে কর্ম্মযোগ ও জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধপ্রদ।

১৭২শ অনুচ্ছেদ বিষয়ে অত্যাসক্ত বা বিরক্ত নহেন অথচ শ্রীভগবৎকথায় শ্রদ্ধাযুক্ত এইরূপ অবস্থা হইতেই ভজন আরম্ভ করিবার অধিকার হয়। ভক্তি নিরপেক্ষা— বৈরাগ্যের অপেক্ষা নাই। শ্রদ্ধা ব্যতীত সাধারণী ভক্তি হইলেও অনন্যাভক্তি শ্রদ্ধাব্যতীত মমতাযুক্তভাবে প্রবৃত্ত হয় না। শ্রদ্ধা বিশ্বাসরূপা,—উহা অনুষ্ঠানের অঙ্গ নহে। বুদ্ধি পূর্ব্বক হেলা বা দৌরাত্ম্যে ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধা বলিতে আদর বুঝায়। শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নহে—তাঁহার বিশেষ ভক্তি সম্রাজ্ঞী ও সার্বভৌমা। শ্রদ্ধাবান সাধকের ভজন বিধি—বিশ্বাসযুক্ত, উৎপন্নরুচিতে আসক্ত ও সাধনে অধ্যবসায় ভঙ্গ রহিত হইয়া গর্হণমুখে কাম ভোগ করিতে করিতে ভজন কর্ত্তব্য। কাম বলিতে অপাপজনক কাম বুঝিতে হইবে। কেন না পাপজনক কোনও দুষ্কর্ম্মের শাস্ত্রে বিধান নাই।

১৭৩শ অনুচ্ছেদ কর্ম্মাধিকারের সীমা। নির্বেদ বা শ্রদ্ধা উদয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত কর্ম্মকরণীয়। শরণাগত জন দেব-ঋষি-পিতৃ প্রভৃতির ঋণ হইতে মুক্ত। দৈবাৎ বিকর্ম্ম উপস্থিত হইলেও পৃথক প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি একতাৎপর্য্য প্রায়। পৃথক পৃথক দেবতা পূজার আবশ্যকতা নাই। ভক্তির প্রারম্ভেই কর্ম্মত্যাগ বিহিত। শ্রদ্ধার লিঙ্গ—শরণাপত্তি, ব্যবহারে বিহ্বলতার অভাব, ভগবৎ সম্বন্ধীয় দ্রব্য-গুণ-জাতি-ক্রিয়ার প্রভাবে বিশ্বাস ও অনুবৃত্তি চেষ্টা। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয়ে সুদুরাচারতা অসম্ভব।

১৭৪শ অনুচ্ছেদ ভক্তির অধিকারী ও অনধিকারী বিচার। কর্মের অধিকার কাল নির্দ্দেশ। কর্ম্ম কিরূপে ভগবৎ-সাম্মুখ্যরূপ হইতে পারে তাহার উপায়—অফলকামতা ও ঈশ্বরের আজ্ঞাবুদ্ধিতে কর্ম করা। ভক্তসঙ্গ ও কৃপা ফলে ভগবৎসন্তোষার্থে কর্মকৃত হইলে ভক্তি লাভ।

১৭৫শ অনুচ্ছেদ এইরূপে কর্ম্মার্পণ, জ্ঞান ও ভক্তির অধিকারভেদ কথিত হইল। নিজ নিজ অধিকারে নিষ্ঠাই গুণ।

১৭৬শ অনুচ্ছেদ সাক্ষাৎ সাম্মুখ্য ভক্তি ও জ্ঞানাপেক্ষা সাম্মুখ্যদ্বারভূত কর্ম্মের নিকৃষ্টতা। জ্ঞান নির্ব্বিশেষ-পরতত্ত্বের সাম্মুখ্য। ভক্তি সবিশেষ পরতত্ত্বের সাম্মুখ্য। সবিশেষ পরতত্ত্ব ভগবান ও পরমাত্মা এই দ্বিবিধ আবির্ভাব বিশিষ্ট বলিয়া ভক্তিও ভগবন্নিষ্ঠা ও

পরমাত্মানিষ্ঠা এই দ্বিবিধা। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—পরতত্ত্বের এই ত্রিবিধ প্রকাশ। জ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্মের প্রতীতি, ভক্তিবিশেষ দ্বারা পরমাত্মার প্রতীতি ও পূর্ণ ভক্তিদ্বারা ভগবানের প্রতীতি হইয়া থাকে। ভগবৎসন্দর্ভ ও পরমাত্ম সন্দর্ভে এই সান্মুখ্যত্রয় বিবৃত হইয়াছে। জ্ঞান, যোগ, ভক্তির মধ্যে—ভক্তির শ্রেষ্ঠতা। ব্রহ্মও পরমাত্মার উপাসনা অপেক্ষা ভগবদুপাসনা শ্রেষ্ঠ। শ্রীবিষ্ণুর প্রতি দেবতান্তর সামান্যদৃষ্টি ও অহংগ্রহোপাসনার তিরস্কার। নিষ্কিঞ্চনা ভক্তিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা।

১৭৭শ অনুচ্ছেদ ভক্তি সর্বানন্দাতিক্রমলক্ষণা পরমানন্দস্বরূপা। তাঁহাতে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিই গুণ। একান্তী ভক্তগণের বিধিনিষেধজাত গুণদোষের অভাব।

১৭৮শ অনুচ্ছেদ জীবের স্বরূপবিচার। মূল সূর্য্যমণ্ডল স্থানীয় ভগবানের আশ্রিত রশ্মিপরমানুস্থানীয় জীব। জীব—ভগবদংশ—তাঁহার দাস।

১৭৯শ অনুচ্ছেদ পরম দুর্লভ অকিঞ্চনা ভক্তির উদয়ের উপায়। সংসার ভ্রমণশীল জীবের সাধুসঙ্গ প্রভাবেই ভবক্ষয় ও ভগবানে মতির উদয়। বিমুখগণের প্রতি কৃপানিমিত্তই সাধুগণের ইহলোকে বিচরণ। ভক্তসঙ্গ দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি। সাপরাধ ব্যক্তিগণকে ভক্তগণ কৃপাদৃষ্টির বিষয়ীভূত করেন না। অপরাধী ব্যক্তির প্রতি সাধুগণের দয়া প্রকাশ সাধারণ নিয়ম নহে।

বিশেষ স্থলে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি উহা বিশেষ ব্যবস্থামাত্র।—যথা নলকূবরের প্রতি শ্রীনারদ ঋষির ও শ্রীদৈত্যবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের।

১৮০শ অনুচ্ছেদ ভক্তসঙ্গই ভগবদ্বিষয়ে রতিলাভের কারণ। অনাদিসিদ্ধ ভগবদ্ বৈমুখ্য ভক্তসঙ্গ ব্যতীত নাশ সম্ভবপর নহে। ভগবৎ সান্মুখ্য লাভ বিষয়ে ভগবৎ কৃপা প্রাথমিক কিন্তু গৌণ কারণ। কৃপা পরদুঃখানুভূতিরূপ চিত্তবিকার—তাহা পরমানন্দৈকরস ভগবানে অসম্ভব। সাধুকৃপাই প্রধান। ভক্তি—আদ্রীভাব সম্পাদনকারী ভক্তজনে প্রবিষ্ট ভগবৎ শক্তি বিশেষ। ভগবৎকৃপা সৎসঙ্গ বাহনা। ভগবান সদনুগ্রহ অর্থাৎ সজ্জনগণ দ্বারেই তিনি অন্যকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

১৮১শ অনুচ্ছেদ সাধুগণের স্বেচ্ছাচারিতাই সৎসঙ্গদানের হেতু অন্য কিছু হেতু নহে।

১৮২শ অনুচ্ছেদ সাধুকৃপা অহৈতুকী।

১৮৩শ অনুচ্ছেদ সাধুগণের কৃপা জীবের দূরবস্থা দর্শনেই উদিত হয়—জীবগণ কর্ত্তৃক সাধুগণের উপাসনার অপেক্ষা নাই।

১৮৪শ অনুচ্ছেদ সৎসঙ্গ জীবের পরম সংস্কারের হেতু। সাধুগণ দর্শনমাত্রই পবিত্র করিয়া থাকেন।

১৮৫শ অনুচ্ছেদ ভগবৎসান্মুখ্যবিষয়ে সৎসঙ্গই একমাত্র কারণ।

ব্যতিরেক ভাবেও তাহা প্রদর্শিত।

১৮৬শ অনুচ্ছেদ ভগবৎসান্মুখ্যবিশিষ্ট্য ব্যক্তিই সৎ—কেবলমাত্র বৈদিক আচারপরায়ণ ব্যক্তি নহে। যেরূপ সতের সঙ্গ—সেরূপ সান্মুখ্য লাভ। মহৎ দ্বিবিধ—জ্ঞানমার্গে নির্বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাজ্ঞানী ও ভক্তিমার্গে ভগবৎ প্রেমলব্ধ মহাভাগবত। মহাজ্ঞানী অপেক্ষা মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ।

১৮৭শ অনুচ্ছেদ সিদ্ধজ্ঞানী ও সিদ্ধভক্ত। সিদ্ধভক্তগণ। ত্রিবিধ—ভগবৎপার্ষদ, নির্দ্ধূতকষায় ও মূর্চ্ছিত কষায়। ত্রিবিধ সিদ্ধভক্তের দৃষ্টান্ত সমপ্রেমবিশিষ্ট হইলে পূর্ব পূর্বক্রমে শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে হইবে। ভক্তির স্বরূপ ও পরিমান তারতম্য প্রীতি সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইবে। প্রিয়ত্বধর্ম্মের আধিক্যানুসারেই উৎকর্ষ। প্রেমতারতম্য ক্রমেই ভক্তমহতের তারতম্য মুখ্যরূপে জ্ঞাতব্য।

১৮৮শ অনুচ্ছেদ ভাগবতের মানসিক, কায়িক ও বাচানক লক্ষণ অনুসারে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠত্বের বিচার। উত্তম উত্তম-মহাভাগবতের লক্ষণ—তিনি চেতনাচেতন সর্বভূতে স্বাভীষ্ট ভগবদাবির্ভাব এবং ভগবানে তদাশ্রিতরূপে সর্বভূতকে দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীব্রজদেবী ও শ্রীপট্টমহিষীগণের দৃষ্টান্ত।

১৮৯শ অনুচ্ছেদ উত্তম মধ্যম-মহাভাগবতের লক্ষণ—তিনি পরমেশ্বরে প্রেমভক্তিযুক্ত, ভক্তে বন্ধুভাবাপন্ন,

ভক্তিবিষয়ে অজ্ঞান উদাসীনের প্রতি কৃপাশীল ও বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষাযুক্ত। তিনি নিজের প্রতি বিদ্বেষিগণের সম্বন্ধে ক্ষোভরহিত। কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের প্রতি বিদ্বেষীর সম্বন্ধে ক্ষোভযুক্ত হইলেও অভিনিবেশ হীন। উত্তমের সর্বত্রই প্রেমস্ফূর্ত্তি হয়।

১৯০শ অনুচ্ছেদ কনিষ্ঠ—কনিষ্ঠ-ভাগবতের কায়িক ও মানস লক্ষণ—তিনি প্রতিমায় পূজা বিধান করিয়া থাকেন কিন্তু শ্রীহরিভক্তে ও অন্যজনের মধ্যে শ্রীহরির পূজা করেন না। তাঁহার ভক্তিপ্রকৃতি সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে।

১৯১শ অনুচ্ছেদ কায়িক ও মানসিক মিশ্রলক্ষণযুক্ত কনিষ্ঠ মধ্যম-মহাভাগবত। ইনি বাসুদেবে আবিষ্টচিত্ত বলিয়া ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়গ্রহণ করিয়াও তাহাতে অনাবিষ্ট। ইনি বিশ্বকে বিষ্ণুর বহিরঙ্গশক্তিবিলাস বলিয়া জানেন। ইনি মূর্চ্ছিত কষায়।

১৯২শ অনুচ্ছেদ মধ্যম মধ্যম-মহাভাগবত— ইনি শ্রীহরির স্মৃতিবশতঃ জন্মমৃত্যুক্ষুধাতৃষ্ণাদি দ্বারা বিমুগ্ধ হন না। ইনি মূর্চ্ছিত কষায়।

১৯৩শ অনুচ্ছেদ নির্দ্ধূত কষায় মধ্যম মধ্যম-মহাভাগবত ইনি বাসুদেবৈক নিলয়—ইঁহার চিত্তে কামকর্ম্মসমূহের বীজের উদ্ভব হয় না।

১৯৪শ অনুচ্ছেদ কনিষ্ঠ মধ্যম-মহাভাগবত—ইনি জন্মকর্ম্ম-

বর্ণাশ্রমাদিহেতু দেহে অভিমান রহিত।

১৯৫শ অনুচ্ছেদ মূর্চ্ছিত কষায় কনিষ্ঠ মধ্যম-মহাভাগবত—ইনি বিত্তে ও আত্মাতে স্বপর পক্ষপাত রহিত ও সর্বভূতে সুহৃদ্‌ভাবযুক্ত ও শান্তচিত্ত।

১৯৬শ অনুচ্ছেদ নির্দ্ধূতকষায় উত্তম-মহাভাগবত—ইনি ত্রৈলোক্যের আধিপত্যেও অকুণ্ঠিত— নিমিষার্দ্ধও শ্রীভগবৎপাদপদ্মের স্মৃতি-হইতে অবিচলিত।

১৯৭শ অনুচ্ছেদ নির্দ্ধূতকষায় উত্তম মধ্যম-মহাভাগবত—ইনি শ্রীভগবৎ-সেবাপরায়ণ বলিয়া কামাদি সন্তাপ রহিত।

১৯৮শ অনুচ্ছেদ নির্দ্ধূতকষায় উত্তম উত্তম-মহাভাগবত—শ্রীভগবান ইহার প্রণয়রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া কখনও ইঁহার হৃদয়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন না। ভাগবতের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠক্রম—(১) "অর্চ্চায়াম্" (১৯০ অনুঃ) (২) "ন যস্য জন্মকর্মভ্যাম্" (১৯৪ অনুঃ) (৩) "ন যস্য স্বঃ পরঃ" (১৯৫ অনু) (৪) "গৃহীত্বাপি ইন্দ্রিয়ৈঃ" (১৯১ অনুঃ) (৫) " দেহেন্দ্রিয়প্রাণ" (১৯২ অনুঃ) (৬) "ন কামকর্মবীজানায়" (১৯৩ অনুঃ) ইহার বিবৃতি "ত্রিভুবনহেতবে হপি" (১৯৬ অনুঃ) (৭) "ঈশ্বরে তদধীনেষু" (১৮৯ অনুঃ) (৮) সর্বভূতেষু (১৮৮ অনুঃ) ইহার বিবৃতি—"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য" (১৯৮ অনুঃ) ভক্ত সমস্ত লক্ষণসায়। অর্চ্চনমার্গে মহাভাগবত লক্ষণ—

তাপাদি-পঞ্চসংস্কার, নবেজ্যা, অর্থপঞ্চকজ্ঞান। পঞ্চসংস্কার—তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র, যাগ ; নবেজ্যা—অর্চ্চন, মন্ত্রপাঠ, যোগ যাগ, বন্দন, নামসংকীর্ত্তন, সেবা, ভগবচ্চিহ্নদ্বারা অঙ্কন ও তদীয় আরাধন। অর্থপঞ্চক— উপাস্য শ্রীভগবান, পরমপদবৈকুণ্ঠ, তদ্‌দ্রব্য তন্মন্ত্র ও জীবাত্মা।

১৯৯শ অনুচ্ছেদ সাধন তারতম্যে সাধক তারতম্য। অবরমিশ্র অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভক্তি সাধকের ২৮টী লক্ষণ—কৃপালু প্রভৃতি; ইনি অবর সত্তম।

২০০শ অনুচ্ছেদ মধ্যম মিশ্র সাক্ষাদ্ভক্তিসাধক। মধ্যম সত্তমের লক্ষণ—"আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্" এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য। কৃপালুতা প্রভৃতিগুণ রহিত হইলেও ইনি শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক ও বর্ণাশ্রম ধর্মাদি পালন অনন্যা ভক্তির ব্যাঘাতক জানিয়া তাহা পরিত্যাগ পূর্বক ভগবদ্ভজন করেন। উত্তম সপ্তমের লক্ষণ—ইনি কৃপালুতা প্রভৃতি ২৮টী গুণযুক্ত হইয়াও স্বধর্মপরিত্যাগ পূর্বক অনন্যভজনকারী। সৎ, সত্তর ও সত্তম বিচার।

২০১শ অনুচ্ছেদ অর্চ্চন মার্গের। ত্রিবিধভক্ত উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাবমার্গ-বিচার জানিয়া বা না জানিয়া দাস্যাদির যে কোন একটী-সম্বন্ধসহ যিনি কেবল অনন্যভাবে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজন করেন তিনি উত্তম। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্বিধ ভজন কারী। জ্ঞানী ভক্তাপেক্ষা ভাবভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব।

২০২শ অনুচ্ছেদ বিদ্ধবৈষ্ণবতার তারতম্য। প্রভাব, কৃপা, ভক্তিবাসনা, কালশৈঘ্র্যও স্বরূপবৈশিষ্ট্য তারতম্য ভেদে ভক্তের বহুবিধভেদ। বিচার প্রধান ও রুচিপ্রধান ভক্তের ভেদ ও মার্গভেদ। বিচার প্রধান মার্গের ক্রম বিচার—সৎসঙ্গ, শ্রদ্ধা, কথারুচি, উপাস্যনির্ণয়, উপাসনা নির্ণয়, গুরুপদাশ্রয়, শ্রবণ, অর্থাৎ ধারণ, মনন, দৃঢ়শ্রদ্ধা নিধিধ্যাসন বা অনবরত ধ্যান। প্রীতিলক্ষণ ভক্তীচ্ছুগণের রুচি প্রধানমার্গ শ্রবণগুরুত্ব বিচার। মন্ত্রগুরুর একত্ব।

২০৩শ অনুচ্ছেদ সরাগ ও নীরাগ বক্তা। শ্রবণগুরুর বহুত্ব।

২০৪শ অনুচ্ছেদ রুচিপ্রধান ভক্তের শ্রবণ মনন ও শ্রদ্ধাবর্ণন। বিচার প্রধান ভক্তদিগের শ্রদ্ধা বর্ণন। বিচার প্রধান ভক্তগণের শ্রবণ, মনন—ভগবদস্তিত্ব স্থাপন বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তি। সর্ব্ববিধ প্রমাণে বিষ্ণুরই ঈশ্বরত্ব সিদ্ধি।

২০৫শ অনুচ্ছেদ বিচার প্রধান ভক্তগণের ভগবদাবির্ভাব বিশেষের জ্ঞানবিশেষে শ্রদ্ধাই ভজনশ্রদ্ধা।

২০৬শ অনুচ্ছেদ শ্রবণগুরু ও ভজন শিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব।

২০৭শ অনুচ্ছেদ মন্ত্রগুরু বা দীক্ষাগুরুর একত্ব। অবৈষ্ণব গুরুর আশ্রয়ে নরকপ্রাপ্তি।

২০৮শ অনুচ্ছেদ শ্রবণগুরুই শাস্ত্রজ্ঞানদাতা।

২০৯শ অনুচ্ছেদ শিক্ষাগুরুর আবশ্যকত্ব। শিক্ষাগুরুপদিষ্ট ভজন পদ্ধতি অবলম্বনে ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞানোদয়ে তৎকৃপায়

কৃষ্ণেতর বাসনা নির্ম্মূল হইলে মন স্থির হয়।

২১০শ অনুচ্ছেদ মন্ত্রগুরুর একান্ত আবশ্যকতা। সকল ব্যবহারিকগুরু পরিত্যাগ পূর্বক সংসারমোচক পারমার্থিকগুরুর আশ্রয়ই শ্রেয়ঃ।

২১১শ অনুচ্ছেদ কর্ম্মিগণের স্বগুরুতে ভগবদ্দৃষ্টি করণীয়।

২১২শ অনুচ্ছেদ পারমার্থিকগণের অবশ্য জ্ঞানদীপপ্রদ স্বীয়গুরুতে ভগবদ্দৃষ্টি কর্ত্তব্য।

২১৩শ অনুচ্ছেদ শ্রীমার্কণ্ডেয়াদি কোন কোনও শুদ্ধভক্ত শ্রীগুরু ও শ্রীশিবকে শ্রীভগবানের প্রিয়তমজ্ঞানে তদাভিন্ন বোধ করিয়া থাকেন।

২১৪শ অনুচ্ছেদ শ্রীগুরুচরণাশ্রয় পর্য্যন্ত উপাসনা পূর্বাঙ্গ, তাহাতে নির্বিশেষময় ও সবিশেষময় সান্মুখ্য দুইপ্রকার। নির্বিশেষময়ঃজ্ঞান সবিশেষময় দুই প্রকার—অহং-গ্রহোপাসনারূপ ও ভক্তিরূপ।

২১৫শ অনুচ্ছেদ জ্ঞানযোগের সমাধি নিদিধ্যাসন প্রণালী।

২১৬শ অনুচ্ছেদ আমি ভগবচ্ছক্তি বিশিষ্ট ঈশ্বর—এইরূপ চিন্তা অহংগ্রহোপাসনা। ইহার ফল ভগবচ্ছক্তিলাভ। ভক্তিতত্ত্ব—স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ সেবাই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। কায়মনোবাক্যে আনুগত্যই সেবা। যাহার দ্বারা সর্ববিষয় লাভ হয়—ভক্তির নিজস্ব এই অসাধারণ কার্য্যই তটস্থ লক্ষণ। ভক্তিই সর্বসাধনশ্রেষ্ঠ।

২১৭শ অনুচ্ছেদ আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা ভেদে ভক্তি ত্রিবিধা। ভক্তি অকৈতবা ও সকৈতবা ভেদে দ্বিবিধা। স্বতঃ শুদ্ধ ভক্তিত্বের অভাব থাকিলেও ভগবানে অর্পণাদিদ্বারা ভক্তিত্ব প্রাপ্ত বলিয়া কর্ম্মার্পণকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। স্বতঃ শুদ্ধ ভক্তিত্বের অভাব হইলেও ভক্তির সঙ্গী ও পরিকর বলিয়া জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সঙ্গসিদ্ধাভক্তি নামে অভিহিত। শুদ্ধভক্তির অব্যভিচারী বলিয়া সাক্ষাৎ অনুশীলনময়ী শ্রবণকীর্ত্তনাদিই স্বরূপ সিদ্ধা-ভক্তি। আরোপ সিদ্ধা ভক্তির বিচার। লৌকিক ও বৈদিক উভয়রূপ কর্ম্মার্পণ।

২১৮শ অনুচ্ছেদ বৈদিক কর্ম্মার্পণের প্রশংসা।

২১৯শ অনুচ্ছেদ কর্ম্মার্পণ-বিধি বিচার। ভগবানে কর্ম্মার্পণ ত্রিতাপ নিবারণের উপায়।

২২০শ অনুচ্ছেদ ঘৃতাদি আময়-উৎপাদক হইলেও ঐ ঘৃতই দ্রব্যান্তরযুক্ত হইলে আময় নিবারক হইয়া থাকে।

২২১শ অনুচ্ছেদ কর্ম্মের কর্ম্মনিবর্ত্তকত্ব। কাম্যকর্ম্মে সংসারবন্ধন। কিন্তু ভগবদার্পিত হইলে সংসার নাশের কারণ।

২২২শ অনুচ্ছেদ কর্ম্মফলের বস্তুতঃ ভগবদাশ্রয়ত্ববিচার অপূর্ব্বের আশ্রয় বিচার।

২২৩শ অনুচ্ছেদ কর্ম্মবিশুদ্ধি দ্বারা শ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণা শ্রদ্ধার উদয়।

২২৪শ অনুচ্ছেদ আরোপসিদ্ধা-ভক্তি—কর্ম্মার্পণ দ্বিবিধ— (১) ভগবৎ প্রীণন ও (২) ভগবানে কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মার্পণে ত্রিবিধ হেতু—(১) কামনা (২) নৈষ্কর্ম্ম্য ও (৩) ভক্তিমাত্রকামতা।

২২৫শ অনুচ্ছেদ সঙ্গসিদ্ধা বা মিশ্রাভক্তির বিচার। কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা দ্বিবিধা মিশ্রাভক্তি। কর্ম্মমিশ্রা সঙ্গ সিদ্ধাভক্তি ত্রিবিধা—(১) সকামা, (২) কৈবল্যকামা, ও (৩) ভক্তিমাত্রকামা। সকামা কর্ম্ম মিশ্রাভক্তির বিচার।

২২৬শ অনুচ্ছেদ কৈবল্যকামা সঙ্গসিদ্ধাভক্তির বিচার— (১) কোথাও কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা, (২) কোথাও জ্ঞানমিশ্রা। কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রার বিচার।

২২৭শ অনুচ্ছেদ জ্ঞান মিশ্রার বিচার। জ্ঞানমিশ্রা-কৈবল্য কামা।

২২৮শ অনুচ্ছেদ ভক্তিমাত্র কামার বিচার। ভক্তিমাত্র কামা কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তির বিচার।

২২৯শ অনুচ্ছেদ ভক্তিমাত্র কামার কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা-ভক্তির বিচার।।

২৩০শ অনুচ্ছেদ ভক্তিমাত্র কামার জ্ঞানমিশ্রার বিচার।

২৩১শ অনুচ্ছেদ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণভেদে কৈবল্যকামা ও সকামা নির্ণয়। সকামা দ্বিবিধা—(১) তামসী ও (২) রাজসী। হিংসা, দম্ভ বা মাৎসর্য্য অভিসন্ধি করিয়া ক্রোধযুক্তভাবে যে ভক্তি করা হয় তাহা তামসী।

২৩২শ অনুচ্ছেদ বিষয় যশ বা ঐশ্বর্য্য অভিসন্ধি করিয়া পৃথগভাব-ব্যক্তি যে ভক্তি অনুষ্ঠান করেন তাহা রাজসী।

২৩৩শ অনুচ্ছেদ কৈবল্যকামা সাত্ত্বিকীভক্তি। পৃথগ্‌ভাব ব্যক্তি মোক্ষের জন্য যে পরতত্ত্বে কর্মার্পণ করেন বা কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে যজ্ঞাদি করেন তাহা সাত্তিকী ভক্তি।

২৩৪শ অনুচ্ছেদ স্বরূপসিদ্ধাভক্তি—ভক্তিমাত্র কামা, নিষ্কামা, নির্গুণা, কেবলা বা অকিঞ্চনা নামে অভিহিতা। অহৈতকত্ব ও অব্যবহিতত্ব—ইহার লক্ষণ। শ্রবণকীর্ত্তনাদি বৃত্তি বা মার্গভেদে ভক্তি বহুবিধা।

২৩৫শ অনুচ্ছেদ অকিঞ্চনা আত্যন্তিকী বা নির্গুণা ভক্তি দ্বিবিধা—বৈধী ও রাগানুগা। বৈধীভক্তি শাস্ত্রবিধিদ্বারা প্রবর্ত্তিত। বিধি দ্বিবিধ—প্রবৃত্তিহেতু ও অর্চ্চন ব্রতাদি পদ্ধতি হেতু।

২৩৬শ অনুচ্ছেদ বৈধীভক্তির ভেদ নিরূপণ—শরণাপত্তি, শ্রীগুরুসেবা, শ্রবণকীর্ত্তনাদি। শরণাপত্তি—আশ্রয়ান্তরের অভাববশতঃ অথবা অন্য আশ্রয়ের পরিত্যাগ হেতু অনন্যগতিত্ববশতঃ শরণ গ্রহণ। অঙ্গাঙ্গিভেদে শরণাপত্তির ষড়্‌বিধ লক্ষণ তন্মধ্যে গোপ্তৃত্বে বরণই অঙ্গী। লক্ষণ ছয়টীর ব্যাখ্যা। শরণাপত্তির প্রশংসা—শরণাগতের সর্বসন্তাপ দূরীভূত ও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম মাধুরীবর্ষণ লাভ।

২৩৭শ অনুচ্ছেদ শ্রীগুরুসেবা— বৈশিষ্ট্যলিপ্সুগণের নিত্য করণীয়। শ্রীগুরুশুশ্রূষাদ্বারা কামক্রোধাদি সর্বানর্থ জয় হয়।

মন্ত্রও শাস্ত্র উপদেষ্টা গুর্বাশ্রয়—তত্র প্রমাণ। শ্রীগুরুসেবার শ্রেষ্ঠত্ব—অন্য ভজনের অপেক্ষা নাই।

২৩৮শ অনুচ্ছেদ বৈষ্ণবসেবায় গুরুর আজ্ঞা ও তদপ্রাপ্তে গুরুত্যাগ। মহাভাগবতসেবা, উহা দ্বিবিধা—প্রসঙ্গারূপা ও পরিচর্য্যারূপা। সাধুসঙ্গদ্বারা ভগবদ্বশীকরণলাভ। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য। সাধুসঙ্গপ্রসঙ্গে একাদশ্যাদির কর্ত্তব্যতা বিচার।

২৩৯শ অনুচ্ছেদ ভগবদ্বশীকরণের মুখ্যতা ও গৌণতা বিচার। সাধুসঙ্গদ্বারা ভগবদ্বশীকরণের দৃষ্টান্ত সকল।

২৪০শ অনুচ্ছেদ সাধুসঙ্গফলে মুখ্য ভগবদ্বশীকরণ ঘটনা।

২৪১শ অনুচ্ছেদ গোপ্যাদির কেবল সৎসঙ্গদ্বারাই মুখ্যভগবদ্বশীকরণত্ব লাভ।

২৪২শ অনুচ্ছেদ গোপীগণের ভাবপরাকাষ্ঠা। এইভাব অন্য উপায়ে অলভ্য।

২৪৩শ অনুচ্ছেদ সৎসঙ্গ অজ্ঞানত হইলেও ফলপ্রদ।

২৪৪শ অনুচ্ছেদ মহাভাগবত পরিচর্য্যায়ফল। প্রসঙ্গ পরিচর্য্যার বিশিষ্টতর ফল।

২৪৫শ অনুচ্ছেদ ব্যতিরেকভাবে—মহাভাগবত পরিচর্য্যা অকরণের ফল।

২৪৬শ অনুচ্ছেদ মহাভাগবতের সেবায় সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ।

২৪৭শ অনুচ্ছেদ বৈষ্ণবমাত্র সেবার মাহাত্ম্য অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে কথিত। বৈষ্ণব যে কোনও কুলে আবির্ভূত হইলেও সর্বোত্তম। ভক্তির অষ্ট প্রকার লক্ষণ—ম্লেচ্ছে বর্ত্তমান থাকিলেও তিনি শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ মাহাত্ম্য।

২৪৮শ অনুচ্ছেদ শ্রবণ—তাহার সংজ্ঞা। নামশ্রবণ মাহাত্ম্য।

২৪৯শ অনুচ্ছেদ রূপশ্রবণ মাহাত্ম্য।

২৫০শ অনুচ্ছেদ গুণশ্রবণ মাহাত্ম্য। ভগবদ্‌গুণ শ্রবণের ন্যায় মহাভাগবতগণেরও গুণশ্রবণ কর্ত্তব্য।

২৫১শ অনুচ্ছেদ ভগদ্‌গুণ শ্রবণে ভগবানে শুদ্ধামতির উদয়।

২৫২শ অনুচ্ছেদ ভগদ্‌গুণ শ্রবণ-মহিমার ব্যতিরেক বিচার।

২৫৩শ অনুচ্ছেদ ভগবল্লীলাশ্রবণ-মাহাত্ম্য।

২৫৪শ অনুচ্ছেদ ভগবল্লীলা দ্বিবিধা—পৃষ্ট্যাদিরূপা ও লীলাবতার—বিনোদরূপা। পূর্বাপেক্ষা উত্তরটী শ্রেষ্ঠ।

২৫৫শ অনুচ্ছেদ ভক্তবিনোদ লীলা শ্রবণের মাহাত্ম্য।

২৫৬শ অনুচ্ছেদ নামশ্রবণে অন্তঃকরণ শুদ্ধি তৎপরে যথাক্রমে রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা স্ফূর্ত্তি। মহদাবির্ভাবিত ও মহৎকীর্ত্তমান লীলাশ্রবণের মাহাত্ম্য।

২৫৭শ অনুচ্ছেদ মহৎকীর্ত্ত্যমান লীলাশ্রবণ মাহাত্ম্য।

২৫৮শ অনুচ্ছেদ মহৎকীর্ত্তিত লীলাশ্রবণ মহামাহাত্ম্যসূচক ও মহাসুখপ্রদ।

২৫৯শ অনুচ্ছেদ — মহৎকীর্ত্তিত শ্রীহরিকথা স্বমাহাত্ম্যদ্বারা জীবের তাপ বিনাশপূর্বক নিজসুখ অনুভব করাইয়া থাকে।

২৬০শ অনুচ্ছেদ — শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ সর্বপ্রবন্ধ শ্রবণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত পরমপ্রভাবময়।

২৬১শ অনুচ্ছেদ — শ্রীমদ্ভাগবত পরম রসময়।

২৬২শ অনুচ্ছেদ — শ্রীভগবন্নামাদি শ্রবণ পরম শ্রেয়—তন্মধ্যে - মহদাবির্ভাবিত প্রবন্ধাদি—তন্মধ্যে মহৎকীর্ত্তিত বিষয়—তদপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণ—তন্মধ্যে নিজাভীষ্ট নামাদি শ্রবণ—তন্মধ্যে সমচিত্তবিশিষ্ট মহানুভবকীর্ত্তিত— শ্রীকৃষ্ণনামাদিশ্রবণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। কীর্ত্তনের পূর্বে শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তন। শ্রীনামকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য।

২৬৩শ অনুচ্ছেদ — শ্রীনাম কীর্ত্তনের ফল।

২৬৪শ অনুচ্ছেদ — শ্রীনামকীর্ত্তন পাপবিশোধমাত্র নহে পরন্তু ভগবদ্‌গুণানুভব জনক।

২৬৫শ অনুচ্ছেদ — শ্রীনামকীর্ত্তন সকল অধিকারেই পরমসাধন ও পরম সাধ্য। দশবিধ নামাপরাধ বিচার বৈষ্ণব বা বিষ্ণুনিন্দা শ্রবণান্তে কর্ত্তব্য বিচার। বিষ্ণু ও শিবের অভেদতা বিচার, ও মীমাংসা। অবিশ্রান্ত নামকীর্ত্তনই নামাপরাধ খণ্ডনে সমর্থ। নামমাহাত্ম্য।

২৬৬শ অনুচ্ছেদ — শ্রীরূপকীর্ত্তন।

২৬৭শ অনুচ্ছেদ — শ্রীগুণকীর্ত্তন।

২৬৮শ অনুচ্ছেদ শ্রীলীলাকীর্ত্তন।

২৬৯শ অনুচ্ছেদ শ্রীনামকীর্ত্তন—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন মাহাত্ম্য।

২৭০শ অনুচ্ছেদ কীর্ত্তনাখ্যাভক্তি কলিযুগে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ।

২৭১শ অনুচ্ছেদ তন্নিমিত্ত কলিযুগের প্রশংসা।

২৭২শ অনুচ্ছেদ কীর্ত্তন মহিমা।

২৭৩শ অনুচ্ছেদ সর্ব্বযুগেই শ্রীনামকীর্ত্তনের সমানসামর্থ্য। কীর্ত্তনে দেশকালাদি বিচারাভাব। কলিতে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রাধান্যবিচার।

২৭৪শ অনুচ্ছেদ ঐ ব্যতিরেক বিচার। নামাপরাধিগণের কীর্ত্তনে বহির্মুখতা।

২৭৫শ অনুচ্ছেদ স্মরণ-বিচার।

২৭৬শ অনুচ্ছেদ শ্রীনামস্মরণ, শ্রীরূপস্মরণ।

২৭৭শ অনুচ্ছেদ স্মরণ মাহাত্ম্য।

২৭৮শ অনুচ্ছেদ স্মরণ পঞ্চবিধ—স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি।

২৭৯শ অনুচ্ছেদ জ্ঞান সমাধি ও ভক্তগণের ভগবল্লীলায় অন্য স্ফূর্ত্তিরাহিত্যরূপ সমাধি।

২৮০শ অনুচ্ছেদ পাদসেবা।

২৮১শ অনুচ্ছেদ অকিঞ্চন ভক্তের প্রার্থ্যতম বিষয় পাদসেবন।

২৮২শ অনুচ্ছেদ শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীচরণকমলই সেবনীয়।

২৮৩শ অনুচ্ছেদ শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমণ, অনুগমন, ভগবন্মন্দিরে বাস, গঙ্গাস্নান, গঙ্গাতীরে বাস, পুরুষোত্তম, মথুরা, দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থে গমন ও বাসাদি পাদসেবনান্তর্গত। তীর্থ (বিশেষতঃ মথুরা) ও তুলসী মাহাত্ম্য। অর্চ্চন। অর্চ্চন মার্গের অধিকারী—সম্পত্তিশালী গৃহস্থ। অর্চ্চনের আবশ্যকতা।

২৮৪শ অনুচ্ছেদ মন্ত্র ও নামের ভেদ বিচার। বৈষ্ণব মন্ত্রে সাধ্য সিদ্ধ ইত্যাদি বিচার ও দীক্ষা পুরশ্চর্য্যায় অপেক্ষা নাই। বৈধ অর্চ্চনের হেতু। দ্বিবিধ অর্চ্চন— কেবল ও কর্ম্মমিশ্র। কেবলার্চ্চন ও কর্ম্মমিশ্রার্চ্চনের অধিকার নির্ণয়।

২৮৫শ অনুচ্ছেদ অন্তর্য্যামী শ্রীভগবানের দর্শন সহকারে সর্ব্বারাধন বিহিত। চিদ্দুর্গা ও মায়াদুর্গাদির ভেদ। ভগবদ্দৃষ্টিদ্বারা সকলের আরাধনা।

২৮৬শ অনুচ্ছেদ ভূতাদি পূজার নিষিদ্ধতা। শ্রীগুরুপাদুকাপূজা। গোকুলোপাসনায় রুক্মিণী প্রভৃতির নামোল্লেখ হেতু। শ্বেতদ্বীপাখ্য গোলোক ধ্যান। ভূতশুদ্ধ্যাদির বিচার। ধ্যান শ্রীভগবদ্ধামগত। ধ্যাতপরিকরাদির নিত্যতা বিচার। মানসপূজা মাহাত্ম্য। পূজাস্থান বা অধিষ্ঠান বিচার। শালগ্রাম প্রভৃতি অধিষ্ঠান। মথুরাদি ক্ষেত্র মহাধিষ্ঠান। চল ও অচলরূপ দ্বিবিধ প্রতিমাই জীবমন্দির—সর্বজীবের পরমাশ্রয় সাক্ষাৎ

ভগবানই প্রতিমা। আবাহন, সংস্থাপন সন্নিধাপন, সন্নিরোধন, সকলীকরণ। শূদ্রাদির পূজাধিকার।

২৮৭-২৯৩শ অনুচ্ছেদ — অধিষ্ঠান ও পাত্রবিচার—শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদ বাক্য।

২৯৪শ অনুচ্ছেদ — প্রেমভক্তগণের পরমাশ্রয়স্বরূপ ভগবানের অভিব্যক্তিস্বরূপ বলিয়া অর্চ্চার শ্রেষ্ঠত্ব।

২৯৫শ অনুচ্ছেদ — অধিষ্টানান্তর বিচার। উপাসনার দ্বিবিধা পতি—(১) অধিষ্ঠান - পরিচর্য্যারূপা উপাসনা ও মন্দির লেপনাদি। (২) সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতার উপাসনা।

২৯৬শ অনুচ্ছেদ — স্বীয় ইষ্টবিচারে পূজাবিধি। অর্চ্চন দ্বিবিধ—অশুদ্ধ ও শুদ্ধ। কর্ম্মমিশ্রার্চ্চন কামনামূলক বলিয়া অশুদ্ধ।

২৯৭শ অনুচ্ছেদ — শুদ্ধা বা কেবল অর্চ্চন।

২৯৮শ অনুচ্ছেদ — অর্চ্চনাধিকার নির্ণয়। সর্ব্ববর্ণের স্ত্রীশূদ্রাদিগের অর্চ্চনাধিকার। অষ্টবিধাভক্তি। সর্ব্বযুগে সর্ব্বমূর্ত্তির উপাসনা।

২৯৯শ অনুচ্ছেদ — ব্রতাদি অর্চ্চনাঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, কার্ত্তিকব্রত, একাদশী, মাঘস্নান, শ্রীরামনবমী, বৈশাখ ব্রতাদির কর্ত্তব্যতা। একাদশীর নিত্যতা একাদশীতে নিরাহার ও জাগায়। দ্বাদশীতে দিবানিদ্রা ও তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ—একাদশীর নিরাহার অর্থ মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগ।

৩০০শ অনুচ্ছেদ শ্রদ্ধার বিপরীতই অপরাধ। অপরাধ অনাদর, স্বরূপ ও প্রভুত্বের অবমানোত্থ, অপরাধের মূল কারণ অনাদর পরিত্যাজ্য।

৩০১শ অনুচ্ছেদ মহতের অনাদর সর্ব্বনাশক।

৩০২শ অনুচ্ছেদ শূলপাণিতুল্য অতিসমর্থজনের ও মহদনাদর ফলে বিনাশ প্রাপ্তি।

৩০৩শ অনুচ্ছেদ অপরাধক্ষয়ের উপায়। বন্দন মহিমা। নমাস্ক্রিয়ার বিধি ও নিষেধ।

৩০৪শ অনুচ্ছেদ দাস্য।

৩০৫শ অনুচ্ছেদ দাস্যমাহাত্ম্য।

৩০৬শ অনুচ্ছেদ সখ্য, সখ্যের সেবানুকূলতা।

৩০৭-৩০৮শ অনুচ্ছেদ দাস্য অপেক্ষা সখ্যের শ্রেষ্ঠা।

৩০৯শ অনুচ্ছেদ আত্মনিবেদন—তাহার বিবিধ ব্যাখ্যা। শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বকার্য্যের সহিত সর্ব্বাত্মক আত্ম-নিবেদনের দৃষ্টান্ত। আত্মনিবেদনে শরীর রক্ষাদির ব্যাঘাত নাই। শ্রীবলি মহারাজের দৃষ্টান্ত। ভাবরহিত ও ভাববিশিষ্টরূপে আত্মনিবেদন দ্বিবিধ।

৩১০শ অনুচ্ছেদ রাগানুগা ভক্তি —

— * —